শিশু জগৎ

বিন্দুগুলি যুক্ত করো

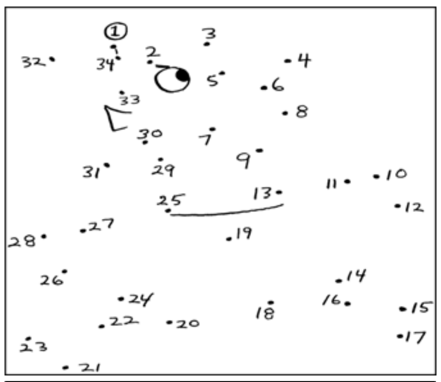

গোলক ধাঁধা

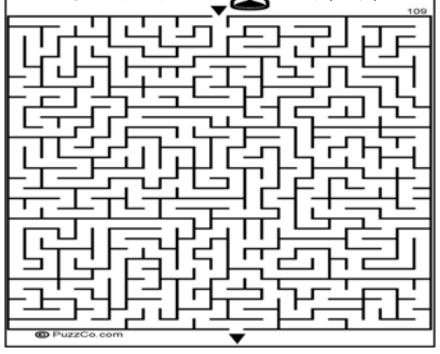

সুডোকু মেলাও বুদ্ধি বাড়াও

				8	4			7
					3	2	4	
		4	6			3	1	
3		7					9	2
			8		7			
6	2					7		4
	7	9			8	5		
	5	3	7					
8			1	5				

গতকালের সমাধান

3	6	1	9	5	8	4	7	2
2	5	9	6	4	7	3	1	8
7	4	8	2	1	3	9	5	6
6	2	3	4	9	1	7	8	5
4	1	7	8	6	5	2	9	3
8	9	5	3	7	2	1	6	4
1	7	6	5	2	4	8	3	9
9	8	2	1	3	6	5	4	7
5	3	4	7	8	9	6	2	1

আবহাওয়া

পূর্বাভাস: শুক্রবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে যথাক্রমে ৩৬ ডিগ্রি ও ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। **তাপমাত্রা:** বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৩৩ ডিগ্রি ও ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। **আপেক্ষিক আর্দ্রতা:** সর্বাধিক ৭২ শতাংশ। **সূর্যোদয়:** ঘ ৫।১১, **সূর্যাস্ত:** ঘ ১৭।৫৯ **জোয়ার:** সকাল ৯.৪৭। **ভাঁটা:** বিকাল ৪.৫০।

— সমাধানের নিয়ম —

এমন ভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে যেন প্রতিটি সারিতে ও প্রতিটি কলমে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

সোনা-রুপোর বাজার দর

	টাকা
পাকা সোনা (১০ গ্রাম):	২৯,৮৫০
গহনা সোনা (১০ গ্রাম):	২৮,৩২০
হলমার্কগহনা: (২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম):	২৮,৭৪৫
রুপোর বাট (প্রতি কেজি):	৪২,৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি):	৪২,৫০০

সৌজন্যে: পশ্চিমবঙ্গ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন বাজার দর (মূল্যযুক্ত কর আলাদা)।

মুদ্রা বিনিময় হার

RBI REFERENCE RATE

INR / 1 USD	: 64.6364
INR / 1 Euro	: 69.3355
INR / 100 Jap. YEN	: 59.3500
INR / 1 Pound Sterling	: 82.8057

শেয়ার সূচক

BSE	29,422.39▲	(+85.82)
NIFTY	9,136.40 ▲	(+32.90)

শব্দলিপি- ৮৬৩

বুলবুলি মানিক

পাশাপাশি ঃ ১। পাখির বুলি আওড়ানো ৩। পুনরায় ৬। মধুর ধ্বনি ৮। শারীরিক মেহনত ১০। কন্দর্প ১২। 'ঐ যে সুদূর—' ১৪। গভীর বন ১৫। হাজরা 'গান্ধিবুড়ি'

উপরনীচ ঃ ১। মুকুন্দরাম বর্ণিত দেবী চণ্ডী ২। চতুষ্পার্শ্ব ৪। ওজর ৫। ব্যাঙের ডাক ৭। দানবসংহার কর্ত্রী দুর্গা ৯। পরিশ্রমের কর্ম ১১। আলোকসম্পাত ১৩। উপস্থিত

সমাধান ঃ শব্দলিপি - ৮৬২

পাশাপাশি ঃ ১। পলতা ৩। যাদব ৫। বিরাম ৭। আমাতিসার ৮। কারণ বিনা ৯। করভ ১১। তিলক ১২। কাহিল

উপরনীচ ঃ ১। পরবি ২। তামাম ৩। যাওয়া মানা ৪.। বঙ্গোপসাগর ৬। রামের সুমতি ৭। আবিষ্কারক ৯। কর্ণিকা ১০। ভয়াল

ঝুঁকি নিয়ে সাগরে পারাপার করছে মালবাহী গাড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ: গঙ্গাসাগরে মালবাহী গাড়ি পারাপারের এলসিটি জেটির এই অবস্থা কালবৈশাখীর সময় ভরা জোয়ারে তাই থেকে জলের উপর দিয়ে মালবাহী গাড়ীগুলিকে ওঠা নামা করতে হয়। এতে ঝুঁকিও আছে। বিগত দু'বছর আগে একটি লরি ব্রেক ফেল করে পেছনে নদীতে চলে যায়। খালি থাকায় ভাঁটার সময় বড় ক্রেন দিয়ে কোনওক্রমে এপারে তোলা গেছে। জোয়ারের জল জেটির কাছাকাছি এলে তারপর ওঠা-নামা করাই শ্রেয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয় যখন মালবাহী গাড়ির চাপ থাকে। বিগত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে সমস্যা বেড়েই চলেছে। যদিও ভূতল পরিবহণ সংস্থার বক্তব্য মুড়ি গঙ্গার পলি সমস্যার জন্য জেটির কাজ করা যাচ্ছে না। আগামী দিনে এ বিষয়ে ভাবনাচিন্তা না করলেই এক বড় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে। বলছেন মালবাহী গাড়ির চালকরা।

ভাগ্যলিপি

মেষ
সারাটা দিন বেশ ভালো কাটবে। দীর্ঘদিনের পুরনো কোনও ইচ্ছাপূরণ হতে পারে। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কাজ করুণ।

বৃষ
আজ ভাগ্যলক্ষ্মী আপনার সঙ্গেই থাকবে।

মিথুন
নিজের ইচ্ছাকে মর্যাদা দিন। গোটা দিনটা পরিবারের সঙ্গে কাটাতে পারেন।

কর্কট
কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কতৃপক্ষের প্রশংসা পাবেন।

সিংহ
আজ অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। হাতে আসা সুযোগের সদ্ব্যবহার করা জরুরি।

কন্যা
গণেশ জানাচ্ছেন, ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে দিনটা শুভ। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করতে পারেন।

তুলা
গোটা দিনটা খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে।

বৃশ্চিক
গণেশের ভবিষ্যদ্বাণী হল, হঠাৎ করে কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। প্রেম-প্রণয়ের পক্ষে দিনটা শুভ।

ধনু
হঠাৎ করে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। পুরনো কথা ভেবে মনটা ভারি থাকবে।

মকর
আজ গোটা দিনটা দুঃখ, আনন্দ মিশিয়ে মোটামুটি কাটবে।

কুম্ভ
দীর্ঘদিনের পুরনো কোনও সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে।

মীন
নিকটজনদের আরও বেশি করে নজর দেওয়া জরুরি। সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতে পারেন।

বিজ্ঞপ্তি

এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপন ও তার বিষয়ে কোনও দায়িত্ব আমরা স্বীকার করি না এবং আমাদের ওপর বর্তায় না।

- সম্পাদক

সাঁকরাইলে থার্মোকলের কারখানায় ভয়াবহ আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : ধোঁয়ার কুণ্ডলী তখন গোটা আকাশ ছেয়ে গেছে। চিৎকার-চেঁচামেচি, আর্তনাদ আর ভয় তখন এক সুরে মিশে গেছে সকলের মধ্যে। আগুন! আগুন! চিৎকারে আর্তনাদ তখন সর্বস্তরে। আবহাওয়া দফতরের ভবিষ্যৎবাণী কালবৈশাখী ঝড় আসার আগেই হাওড়ার সাঁকরাইল থানা এলাকার আলমপুরে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার সময় একটি থার্মোকল কারখানার কর্মীদের মধ্যে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের মধ্যে এ এক অন্য কালবৈশাখীর আতঙ্কই ফুটে উঠল।

এদিন সকালে এই কারখানায় হঠাৎই আগুন লেগে যায়। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জেরে পুড়ে ছাই হয়ে যায় কারখানাটির অনেকাংশ। সেই সঙ্গে কারখানার কর্মীদের ও কর্তৃপক্ষের স্বপ্নও পুড়ে ছাই যায় এক অজানা অনিশ্চয়তার গ্রাসে। করে খুলবে আবার কারখানা, কিভাবে ঘুরে দাঁড়াব সারাদিনই এই প্রশ্নের ঘোরা-ফেরা করল। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য হাওড়ার শিল্পের নতুন মুখ আলমপুর। ভারী ও মাঝারি শিল্পের জন্য এই এলাকার সুনাম আছে প্রচুর। কিন্তু আপৎকালীন বিপদের মোকাবিলা করার জন্য। এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা প্রস্তুত সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

জানা গিয়েছে, এদিন সকাল ১০টা নাগাদ। কারখানার ভিতর থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা। তার আগে আগুন, আগুন করে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে আসে কারখানার কর্মীরা। থার্মোকল দাহ্য পদার্থ বলে খুব দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পর্যায়ক্রমে দমকলের ২৩টি ইঞ্জিন পাঁচঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দলকলের গাড়ি গুলি আসে শিবপুর ও হাওড়া থেকে। কারখানর এক শ্রমিক জানান কাজ শুরু হওয়ার মুহূর্তের আগুন লেগে যায়। কারখানা সংলগ্ন এলাকা ঘনবসতি হওয়ায় পুলিশ ও দমকল এলাকা খালি করে দেয়।

দমকলের প্রাথমিক অনুমান, কাজ শুরুর সময় প্রেসার মেশিনের উত্তাপ থেকে এই আগুন লাগে। প্রচণ্ড গরমে এক ব্যক্তি অসুস্থও হয়ে পড়ে। পরে তার প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। কারখানায় কর্মীরা আরও জানান, আগুন লেগেছে বুঝতে পেরে তারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছু করার নেই বুঝতে পেরে তারা পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে ও আন্দুল রোডে ব্যাপক যানজট হয়।

জানা গিয়েছে, এই কারখানায় এর আগেও একবার আগুন লেগেছিল। দলকল সূত্রে জানানো হয়েছে এই কারখানায় অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা সঠিক ছিল না। যেহেতু এই কারখানায় আগুন আগেও লেগে ছিল, তাহলে কর্তৃপক্ষ কেন আগে থেকে আগাম ব্যবস্থা নিয়ে রাখেনি। অগ্নিকাণ্ডে কর্মীদের কারও মৃত্যুর ঘটনা ঘটতে পারত। তাহলে কর্মীদের সুরক্ষার ব্যাপারে কেন কর্তৃপক্ষ অসতর্ক ছিল? এইসব দিক খতিয়ে দেখার দায়িত্ব থাকা প্রশাসনিক আধিকারিদের ভূমিকাই বা কেমন ছিল? প্রশ্ন?

বনগাঁ-মাঝেরহাটের চলন্ত ট্রেনে লক্ষ্মী গণেশ পুজো করে বর্ষবরণ পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বনগাঁও : প্রতি বছরের মতো এ বছরও চলন্ত ট্রেনের কামরায় এভাবে যাত্রী সুরক্ষার কামনা করে রীতিমতো লক্ষ্মী গণেশ পুজোর দিয়ে বৃহস্পতিবার শুভ নববর্ষ পালন করল বনগাঁ শাখার একদল যাত্রী। পয়লা বৈশাখ কয়েকদিন আগে পেরিয়ে গেলেও বৃহস্পতিবার দেখে সকল যাত্রী একসঙ্গে হয়ে এদিন চলন্ত ট্রেনের কামরায় এই পুজো করলেন প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ কাশ্যপি, অয়ন চক্রবর্তীর মতো একদল নিত্যযাত্রী। এদিন সকাল সাড়ে সাতটার আপ বনগাঁ-মাঝেরহাট লোকালে এই নববর্ষ পালন করেন তাঁরা। এদিন সকালে বনগাঁ স্টেশন থেকে হাতে লক্ষ্মী গণেশ নিয়ে ট্রেনে উঠে পড়েন তাঁরা। এরপর ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে আস্ত নারকেল ফাটিয়ে ট্রেন যাত্রার শুভ কামনাও করেন। সারা বছর যাতে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারেন সাধারণ যাত্রীরা সেই কামনায় পুরোহিত ডেকে ট্রেনের কামরায় এই বর্ষবরণ উৎসব ও লক্ষ্মী গণেশ পুজোর দেওয়া হয়। প্রতিটি প্ল্যাটফর্ম থেকে যাত্রীদের ভিড় আর সেই সঙ্গে গান বাজনা, মোবাইল ভিডিও আর প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে ট্রেন এগিয়ে চলে মাঝেরহাট গন্তব্যের দিকে। এদিন এই পুজোর সারার পর ট্রেনের প্রতিটি কামরায় যাত্রীদের মধ্যে যথাসাধ্য মিষ্টি বিতরণেরও চেষ্টা করেন তাঁরা। এ ছাড়া নতুন বছরের উপহার হিসাবে ট্রেনের প্রতিটি যাত্রীদের মধ্যে যথাসাধ্য মিষ্টি বিতরণেরও চেষ্টা করেন তাঁরা। এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আমরা আগামী এক সপ্তাহ ধরে ট্রেনের প্রতিটি কামরায় নতুন কলম বিতরণ করব।

বগুলায় তৃণমূল নেতা খুনে ধৃত ৫

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদিয়া : বগুলাতে দুলাল বিশ্বাস খুনে এখনও এলাকা থমথমে। সিআইডি তদন্ত থেকে সব কিছুই চলছে তৃণমূল নেতা খুনে খুনীদের খুঁজে বের করতে হবে। তবে এলাকায় কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, খুনিরা পরিকল্পনা করেই দুলাল বিশ্বাসকে খুন করেছে। দলীয় গোষ্ঠীকহলও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। নিজেদের খুব পরিচিত এই খুনের পিছনে থাকতে পারে পারে বলেও শোনা যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত খুনীদের কতটা তাড়াতাড়ি পুলিশ ধরতে পারবে, সেই প্রশ্নটাই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। যাদের পুলিশ গ্রেফতার করলো তারা কি আদৌ খুনের সাথে যুক্ত? এই প্রশ্ন এলাকাতে উঠেছে। এই কয়েকদিনে পুলিশ যাদেরকে গ্রেফতার করেছে তারা হল কমল মজুমদার, শঙ্কর বিশ্বাস, বিমল বিশ্বাস, তপন বিশ্বাস ও তাপস বিশ্বাস। এদের নামে খুনীর পরিবারের লোকজনেরা অভিযোগ দায়ের করেছে। তবে পুলিশ বা এলাকার মানুষ যাই বলুক, রাজনৈতিক মহলে উঠেছে যে যাদের নামে খুনের অভিযোগ দায়েরকরা হয়েছে, তারা কেউই খুনের সাথে সরাসরি যুক্ত নাও থাকতে পারে। জানা গেছে, ১০ থেকে ১২ জনের একটি দল এসেছিল। পার্টি অফিসে তার থেকে অনেক বেশি সদস্য থাকা সত্ত্বেও তারা প্রতিরোধ করল না কেন? মৃতের ছেলে দীপঙ্কর বিশ্বাসও ঘটনাস্থলে ছিলেন বলে জানা গেছে। তাহলে সকলে মিলে ঘটনার সময় প্রতিরোধ করলে খুনীদের সহজেই চেনা যেত বলে মনে করছে এলাকার মানুষ।

একই প্রশ্ন উঠেছে সিআইডির কাছেও। সিআইডি কুকুর এনে এলাকায় খুনীদের ধরতে পুলিশ ও সিআইডি চেষ্টা করলেও এখনও পর্যন্ত বড় ধরনের সাফল্য পায় নি। ধৃতদের পুলিশ হেফাজতে নিয়ে খুনীদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছে। প্রসঙ্গত, এর আগে দুলাল বিশ্বাসের ভাই স্বপন বিশ্বাসও খুন হয়েছিল। তার খুনীদেরও এখনও সনাক্ত করা সম্ভব হয় নি। তাই আর কয়েকদিন পরেই দেখা যাবে মৃত দুলাল বিশ্বাসের জায়গায় আরেক কোনও ব্যক্তি নেতা হয়ে গেছে। এই দুলাল বিশ্বাস প্রথমে সিপিএম করতেন। পরে দল বদল করে তৃণমূলে যোগ দেন।

অনেকেই বলেন, এলাকাতে দুলাল বিশ্বাসের কথাই শেষ কথা ছিল। তার উপর কেউ কথা বলার সাহস দেখাত না। তাই দুলাল বিশ্বাসের মৃত্যু ঘিরে এলাকা যথেষ্ট থমথমে। অনেকে বলছেন, জানি না কখন যে আবার কি ঘটে যায়?

বঙ্কিম সেতুতে দুর্ঘটনা, মৃত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: বৃহস্পতিবার এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় হাওড়ার বঙ্কিমসেতুতে এক ভবঘুরে পথচারীর মৃত্যু হয়। মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। এছাড়া এই দুর্ঘটনায় আরও ৩ জন আহত হয়েছে। জানা গেছে, বিকেল ৪টার সময় একটি বেসরকারি স্কুল বাস বঙ্কিম সেতুর নিচে সিগন্যালে দাঁড়িয়ে ছিল। উল্টো দিক দিয়ে আসা একটি বেসরকারী বাস ওই স্কুলবাসটিকে ধাক্কা মারে। স্কুলবাসটির পেছনে ছিল একটি ট্যাক্সি। তার পিছনে অটো। বেসরকারি বাসটি স্কুলবাসটিকে ধাক্কা মারায় পরপর গাড়ি গুলি পিছনে সরে গিয়ে ধাক্কা মারে পিছনের গাড়িগুলিতে। ট্যাক্সিতে থাকা ৮ বছরের অঞ্জলি সডি ও তার কাকা রামবির সাউ আহত হন। এছাড়াও রনিত আগরওয়াল নামে এক পথচারীও আহত হয়। আহতদের দ্রুত হাওড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পথচারীটির মৃত্যু হয়।

সারাদিন ব্যাপী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান

স্টাফ রিপোর্টার: 'ওস্তাদ আমির খান ও পন্ডিত শ্রীকান্ত বাকরে স্মৃতি সংস্থা' সম্প্রতি 'স্টার কমিউনিটি হল'এ (হাতিবাগান, কলকাতা) এক সারাদিন ব্যাপী ৮ম বার্ষিক শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের (কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত) আয়োজন করেছিল। এই শুভদিনে পৌরপিতা (১৩ নং ওয়ার্ড) ও চেয়্যারম্যান বরো-৩) শ্রী অনিন্দ্য কিশোর রাউত ও বিশিষ্ট অতিথিবর্গের উপস্থিতিতে প্রাক্তন অল ইন্ডিয়া রেডিও'র অধিকর্তা শ্রী সুনীত চট্টোপাধ্যায় ও অ্যাকাডেমির সভাপতি ডঃ নির্মলেন্দু কুন্ডু প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন।

অ্যাকাডেমির গুরুজি ও সম্পাদক শ্রী সমীর জানা সমগ্র অনুষ্ঠানটি তাঁর প্রিয় মামা প্রয়াত পীযূষ ঘটককে উৎসর্গ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে অ্যাকাডেমির ছাত্র-ছাত্রীরা মঞ্চে বিভিন্ন রাগ, বন্দিশ ও স্বরমালিকা পরিবেশন করে। প্রখ্যাত শিল্পী ডঃ তনুজ নাফদে পরিবেশন করেন 'মিয়াকী তোড়ী', 'বিলম্বিত' ও 'তিন তাল এবং পরে 'কাজরী' পরিবেশন করেন যা শ্রোতাদের মোহাবিষ্ট করে তোলে।

তাকে তবলায় তাপস গুহঠাকুরতা ও হারমোনিয়ামে অভিজিৎ চক্রবর্তী যোগ্য সঙ্গত করেন। এরপর তরুণ বিখ্যাত শিল্পী সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধবীণা বাজিয়ে পরিবেশন করেন 'মধুবন্তী রাগে', 'আলাপ-জোড়-ঝালা' ও 'গত' এবং পরে 'পাহাড়ি ধুন' উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে শ্রোতাদের মন জয় করেন। তবলায় অমিত চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এককথায় অনবদ্য। এরপর বিখ্যাত সেতার বাদক সুব্রত দে 'পুরিয়া ধনশ্রী রাগে', আলাপ-জোড়-ঝালা' ও 'গত' পরিবেশন করে শ্রোতাদের বাকরুদ্ধ করে তোলেন। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেন পার্থ প্রতিম দাস। যিনি শিল্পীকে তার রাগ পরিবেশনায় সার্থকরূপে সাহায্য করেন। অনুষ্ঠানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিশিষ্ট মানুষের সমাগত ঘটে। সন্ধে ৭টা নাগাদ ক্রেতা সুরক্ষা ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে উপস্থিত হন এবং অ্যাকাডেমির গুরুজি তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনা জানান। মাননীয় মন্ত্রী তাঁর উৎসাহব্যঞ্জক বক্তৃতার মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে অ্যাকাডেমির নির্মাণের ব্যাপারে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তাঁর অন্যতম সহযোগী ও সমাজকর্মী, অসীম পান্ডাও অ্যাকাডেমির ব্যাপারে পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর জনপ্রিয় সরোদ বাদক প্রতাপ কুমার পরিবেশন করেন 'বেহাগ রাগ' যা শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করে। তাপস গুহঠাকুরতা তবলায় শিল্পীকে যথাযথ সাহায্য করেন। পরিশেষে 'ওস্তাদ আমীর খান পণ্ডিত শ্রীকান্ত বাকরে স্মৃতি সংগীত সংস্থা'র শ্রষ্টা ও সম্পাদক সমীর জানা সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমকে উপেক্ষা করে পরিবেশন করেন 'দরবারি কানাড়া' 'রাগ', 'বিলম্বিত ঝাপ-তাল', 'তিন তাল ও 'বন্দিশ'। তিনি 'রাগ পিলু'র আকারে একটি অনবদ্য হোলির গান পরিবেশন করেন। তাঁকে যথাযথভাবে তবলায় মনোজ পাণ্ডে সহযোগিতা করেন। উপস্থিত কিছু শ্রোতাকে মনোজ পাণ্ডের তবলার পরিবেশনাকে উস্তাদ আফাক-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অভিজিৎ চক্রবর্তী হারমোনিয়ামে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রাজর্ষি ভট্টাচার্য ও টেলিভিশনের বিখ্যাত সঞ্চালিকা মউ গুহ।